Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.39-46
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পকসো আইন: একটি পর্যালোচনা

তনুশ্রী মন্ডল
গবেষক, আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Incidents like Sexual abuse, harrassment, rape of children and teenagers have become widespread in recent times. Among all the crimes committed by the society, it is a shameful and despicable part of India. The Goverment of India has adopted the protection of children from Sexual offencs Act 2012 – POCSO. But despite this the amount of crime in incrcasing. We are constantly aware of the cxtent of this type of crime through various sources. In the present article, various aspects of Pocso law, its implementation, ect, have been discussed in detail.

Key words: Pocso act, crime against children, Punishment, court Judgment, Statistics.

শিশু কিশোরদের উপর যৌন নিগ্রহ, নিপীড়ন, ধর্ষণ এর মত ঘটনা বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজ কর্তৃক যে সমস্ত অপরাধগুলি সংঘঠিত হয়, তার মধ্যে এটি একটি লজ্জাজনক এবং ঘৃণ্যতম অপরাধ। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে এই ধরণের অপরাধ হয়ে থাকে। ভারত সরকার যৌনতা বিষয়ক অপরাধ থেকে শিশুদের রক্ষা আইন ২০১২- 'পকসো' (The Protection of Children from sexual offence Act 2012- Pocso) গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অপরাধটির পরিমাণ ক্রমবর্দ্ধমান। বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত এই ধরণের অপরাধের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকি। বর্তমান নিবন্ধে 'পকসো' আইনের সম্বন্ধে, তার বাস্তবায়ন সহ প্রভৃতি নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজে প্রতিনিয়তই নানারকম অপরাধ ঘটে থাকে। তা সে পরিবার কর্তৃক সংঘঠিত হোক বা পরিবার বর্হিভূত। শিশু কেন্দ্রিক যে কোন অপরাধই সমাজের কাছে একটি লজ্জাজনক বিষয়। শিশুদের উপর সংঘঠিত শারীরিক, মানসিক, যৌনগত প্রায় সমস্ত ধরণের অপরাধই এক নিষ্ঠুরতার পরিচয়। বর্তমান সময়ে শিশুদের উপর যৌনতামূলক অত্যাচার, নিগ্রহ, ধর্ষণ এর মতো ঘটনা আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অপরাধটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ, অর্থাৎ পুত্র সন্তান – কন্যা সন্তান উভয়ের এই যৌন হেনস্থার শিকার হয়ে থাকে। তবে কন্যা সন্তানদের এই ঘটনার দ্বারা শিকার হওয়ার পরিমাণ বেশি।

শিশু লিঙ্গ অনুপাত (Child Sex Ratio) ভারতবর্ষের কম বেশি রাজ্যে লক্ষ্য করা যায়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা রাজ্য এই ক্ষেত্রে অন্যতম। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (National Sample Survey 1999-2000) সালে একটি সমীক্ষা পেশ করে তাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের দরিদ্রতম পাঁচ শতাংশ গ্রাম্য পরিবারের মধ্যে প্রতি

হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা হল ৯৪৬, ধনীদের ক্ষেত্রে তা ৮০৪। নগরগুলির ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যবধান লক্ষ্যনীয়। দরিদ্র পাঁচ শতাংশ পরিবারের এই সংখ্যা ৯০৩ এবং ধনী পাঁচ শতাংশ পরিবারে তা ৮১৯। অতএব এই পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে উভয়াঞ্চলেই শিশুকন্যার সংখ্যা পুত্র সংখ্যার তুলনায় তুলনামূলক ভাবে কম। ২০০১ সালে হিসেব মতে, দিল্লীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৮৬৫ এবং কিছু দরিদ্র অঞ্চল গুলিতে এই সংখ্যা ৮৪৫[১]।

উক্ত পরিসংখ্যান দেখে স্পষ্ট ভাবেই বলা যায় যে, পরিবার গুলিতে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানের চাহিদাই অনেক বেশি। যেটি সমাজের শুধুমাত্র ভারসাম্যকেই বিনষ্ট করে না, বরং কন্যা সন্তানকে অবদমণের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের চাপে, সমাজে নিজের অস্তিত্বকে হারানোর ভয়েও অনেক দম্পতি লুকিয়ে কন্যা ভ্রুণ নষ্ট করে থাকেন।

শুধু তাই নয়, অনেক সময় দেখা যায় দরিদ্র পরিবারের পিতা- মাতা অল্প টাকার বিনিময়ে নিজেদের ক্ষুধা নিরাময়ের জন্য নিজেদের কন্যা সন্তানকে দালালের হাতে বিক্রীও করে দেন। এই সমস্ত কন্যা সন্তানদের নিয়ে দালালরা তাদের নানারকম অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্দির জন্য ব্যবহার করে থাকেন। অনেক সময় এই সমস্ত কন্যা শিশুদের দিয়ে পর্ণগ্রাফি সিনেমাও তৈরী করা হয়। এছাড়াও তাদের শিশু বেশ্যাবৃত্তি, গণিকাবৃত্তির কাজে পাচারের উদ্দেশ্যও ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষের বেশ কিছু জায়গায় নারী পাচারের ঘটনা খুব লক্ষ্য করা যায়।

১৯৯৭ সালে আর্ন্তজাতিক রাজনীতির একটি বড় সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNITED NATIONS) ৪ই এপ্রিল দিনটিকে "শিশু গণিকাবৃত্তি বা বেশ্যাবৃত্তি প্রতিরোধ দিবস" বা "নো চাইল্ড প্রসটিটিউশন ডে" হিসেবে ঘোষণা করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইউনিসেফ (UNICEF) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, সেখানে বলা হয় যে, প্রত্যেক বছর সমগ্র এশিয়াতে প্রায় দশ (১০) লক্ষ অল্প বয়সের নাবালিকাদের বা নারীদের গণিকাবৃত্তি বা বেশ্যাবৃত্তি কাজে জোর করে সংযুক্ত করা হয়[২]।

শিশু বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করতে ভারত সরকার তৎপর। ১৯৮৬ সালে এই বিষয়ক আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনটি হল- অনৈতিক ক্রয় বিক্রয় দেহ ব্যবসা প্রতিরোধ আইন ১৯৮৬- Immoral Traffic (Prevention) Act 1986- (ITPA)।

১৯৮৬ সালের আইন অনুযায়ী কোনো শিশুর সাথে কোন ব্যাক্তিকে বেশ্যাগৃহে যদি পাওয়া যায়, তারপর শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, শিশুটির সঙ্গে যৌন শোষণ (Sexual Expolitation) করা হয়েছে। তবে সেই ক্ষেত্রে এটি মনে করা হবে যে, দোষী ব্যক্তি শিশুটির সঙ্গে এরকম কার্য কর্মে লিপ্ত হবে বলে তাকে জোর করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। অতএব এই ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তির কমপক্ষে ৭ বছরের জেল বা দশ বছরের যাবৎজীবন জেল এবং আর্থিক জরিমানা দেওয়া হবে। (এই আইনের ৬ নং বিভাগ ১ নং, ২ নং এবং ২ এর এ নং) বিভাগ অনুযায়ী[৩]।

উপরিউক্ত আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারত সরকার শিশুদের উপর সংঘঠিত বিভিন্ন রকম অপরাধের ক্ষেত্রে নানারকম আইন কানুন প্রবর্তন করেছে। এইরকম একটি আইন হল – 'পকসো আইন,- ২০১২' অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালক, নাবালিকাদের যৌন নিপীড়ন, যৌন হেনস্থা, উৎপীড়ন এই সমস্ত অপরাধের হাত থেকে প্রতিকার দেওয়ার জন্য ২০১২ সালে এই আইনটি প্রণয়ন করে। এই আইন অপব্যবহারকারীদের

শাস্তি দেওয়া এবং শিশু কিশোররা যাতে সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠতে পারে, তা সুরক্ষিত করা। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য কিছু দেশেও এই আইনটি পরিলক্ষিত।

২০১২ সালের ১৪ই নভেম্বর এই আইনটি পাশ হয়। ২০১৩ সালের ফৌজদারী আইনের দ্বারা এটি সংশোধন করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৩ সালের ৩ রা ফেব্রুয়ারী থেকে এটি কার্যকর হয়[৪]। এই আইনে শিশু বলতে ১৮ বছরের নিচে যে সমস্ত কিশোর (পুত্র+কন্যা) সন্তান রয়েছে, তারাই এই আইনের অধীনে বিচারধীন।

১৮ বছরের নিচে কন্যা সন্তান, পুত্র সন্তান সকলেই এই আইনের অধীন আত্তা ভুক্ত হলেও কন্যা সন্তানরাই যৌন নিপীড়ন, যৌন নিগ্রহ সহ এই ধরণের অপরাধের শিকার হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। এই অপরাধটি কোনো নির্জন এলাকা যেমন- পার্ক, কোনো খেলার ময়দান এই সব স্থানে ঘটে থাকে। তবে এমনও দেখা গেছে যে, উপরিউক্ত জায়গাগুলি বাদেও স্কুল, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এই ধরণের অপরাধ ঘটে থাকে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের দ্বারা এই সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়ে থাকি।

পকসো আইনের (২০১২) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নং অধ্যায়ে (Chapter- II and Chapter- III) শিশুদের উপর যে ভাবে যৌন হেনস্থার, যৌন নিগ্রহের মতো ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকে। সেই সমস্ত বিষয়ে আলাদা আলাদা ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। পাশাপাশি শাস্তিবিধান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এই বিষয়ক আলোচনা করা হল- কোনো শিশুর মুখে বা তার যৌনাঙ্গে জোর করে কোন পুরুষের পুরুষাঙ্গটিকে প্রবেশ করালে বা এরকম আচরণ করার জন্য শিশুটিকে বাধ্য করা হলে এই ক্ষেত্রে তাদের শাস্তিবিধান হিসেবে কমপক্ষে ৭ বছর এবং সর্বোচ্চ হলে যাবৎজীবন এবং আর্থিক জরিমানা দুটোই ধার্য হবে। (৩নং খন্ড ও ৪ নং খন্ড অনুযায়ী)[৫]।

কোন জেল বা সংশোধনাগারের সঙ্গে যুক্ত কোন কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তি, পরিবারের সদস্য, হসপিটাল এর কর্মচারী, পুলিশ, কোনো সেনা আধিকারিক এই অপরাধের সাথে যুক্ত থাকে এবং শিশুটিকে শারীরিক, মানসিক দিক থেকে ক্ষত করেছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে ১০ বছরের জেল অথবা যাবৎজীবন বা জরিমানা দুটোই দেওয়া হবে। (৫নং খন্ড ও ৬ নং খন্ড অনুযায়ী)[৬]।

বলপূর্বক কোন শিশুর সঙ্গে যৌন হেনস্থা কিংবা তার সঙ্গে কোন শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে সেই ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তির শাস্তিবিধান কমপক্ষে ৩ বছর বা ৫ বছর জেল এবং আর্থিক জরিমানাই দন্ডিত করা হবে। (৭নং খন্ড ও ৮ নং খন্ড অনুযায়ী)[৭]।

আইনের ৯নং খন্ড ও ১০ নং খন্ড মতে, কোনো সরকারী কর্মচারী, পুলিশ অফিসার, সেনা অফিসার, পরিবারের সদস্য কোনো শিশুকে যৌন হেনস্থা করলে, তার শারীরিক, মানসিক ক্ষতিসাধন করলে, তাকে হত্যা করলে সেই ক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তিবিধান ৫ বছর বা ৭ বছরের জেল এবং জরিমানা দিতে হবে[৮]।

কোনো অভিপ্রায়ের সাহায্যে, কিংবা মুখের অঙ্গি-ভঙ্গি দ্বারা, শব্দের দ্বারা শিশুটির কোন অঙ্গ স্পর্শ করলে বা তাকে পর্ণগ্রাফি দেখালে অথবা তার বিকৃতরূপ তৈরী করে গণমাধ্যমে প্রকাশ করলে সেই ক্ষেত্রে আইনের শাস্তিবিধান রয়েছে। তা যথাক্রমে ৩ বছরের জেল এবং আর্থিক জরিমানা। (১১নং খন্ড ও ১২নং খন্ড অনুযায়ী)[৯]।

শিশুকে পর্ণগ্রাফির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে, সেই ক্ষেত্রে আইনের ১৩ নং, ১৪ নং ও ১৬ নং খন্ড মতে দোষী ব্যাক্তিকে ৫ থেকে ৭ বছরের জেল, জরিমানা উভয় দন্ডেই দন্ডিত করা হবে[১০]।

আইনের সংজ্ঞায়ন ও শাস্তিবিধান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয় সহজেই প্রতীয়মান হওয়া যায় যে, সরকার শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত এই ধরণের ঘৃণ্যতম অপরাধকে নির্মূল করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও এই ধরণের অপরাধ বেড়েই চলেছে।

সমাজ কর্তৃক সংঘঠিত যে ধরণের অপরাধই হল অতি ঘৃণ্যতম বিষয়। শিশুদের উপর সংঘঠিত এই যৌন হেনস্থা বিষয়ক অপরাধ শুধু ঘৃণ্যতমই নয়, অতি লজ্জাজনক ব্যাপার। এই ধরণের কোন অপরাধ সংঘঠিত হলে, এই বিষয়ক অভিযোগ অপ্রাপ্তবয়স্ক বিষয়ক পুলিশ বিভাগ (Special Juvenile Police Unit) বা স্থানীয় পুলিশ বিভাগ (Local Police Station) এ দায়ের করতে হয়। অভিযোগ পাবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্যাতিত শিশুটিকে কাছাকাছি কোন নিরাপদ আশ্রয়, হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (Child Welfare Committee) এর কাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই অপরাধ সম্বন্ধে রিপোর্ট জানাতে হবে।

পুলিশ প্রশাসন শিশুদের উপর যৌনতা বিষয়ক কোনো অভিযোগ পাবার পর সেই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে ভূমিকা নেবেন, তদন্ত করবেন এবং নির্যাতিতা শিশুটির কাছ থেকে গোপন জবানবন্দি গ্রহণ করবেন।

বিশেষ আদালত (Special Court for Trial Offence) এই ধরণের অপরাধ মীমাংসার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এই আইনে নির্যাতিতা ভুক্তভোগী শিশুটির গোপন জবানবন্দি, তদন্তগ্রহণ, সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে নানারকম নিয়মকানুন এর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। যথারূপঃ-

1. স্বাভাবিক ভাবেই যখন কোন শিশু এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তখন তার মানসিক, শারীরিক অবস্থা ভয়ভীতি পূর্ণ থাকে। অতএব যাতে শিশুটি নিরাপদ স্থানে তার জবানবন্দি দিতে পারে সেই দিকে ব্যবস্থা রাখতে হবে। এবং শিশুটির নিজস্ব বয়ানকেই রেকর্ড করতে হবে।
2. যদি শিশুটি নাবালিক হয়, তাহলে তার জন্য মহিলা ডাক্তার নিযুক্ত করতে হবে মেডিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে।
3. শিশুটি শারীরিক ভাবে বিকলাঙ্গ হলে, তাহলে তার কথাবার্তা বোঝার জন্য একজন দক্ষ কোনো ব্যক্তিকে রাখতে হবে।
4. বয়ান নেওয়ার সময় পুলিশ আধিকারিক যথেষ্ট নমনীয়তার পরিচয় দেবেন।

অভিযোগ চলাকালীন শিশুটির শারীরিক, মানসিক গত ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্য এবং অন্যান্য যারা ব্যক্তিগণ আছেন তারা শিশুটির অবস্থা নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকেন। তাছাড়া ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ এ (357 A of CrPc) আইন মতে, এই ধরণের অপরাধের দ্বারা যে সমস্ত শিশুরা ক্ষতিগ্রস্থ ও আহত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে নির্যাতিতা শিশুটির ক্ষতিপূরণ (Compensation) দেওয়ার ব্যবস্থা করবে[১১]।

২০০৭ সালে নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রালয় (The Ministry of Women and Child Development) শিশুদের উপর যে ধরণের অপব্যবহার করা হয় সেই বিষয়ে একটি সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে। ১৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১২,৫০০ জন এতে অংশ গ্রহণ করেন। দেখা যায় যে, ৫৩ শতাংশ শিশু কোন না কোন ভাবে এই যৌন হেনস্থার শিকার। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতি ২ জন শিশু কোন না কোন ভাবে এই ধরণের অপরাধের শিকার হয়ে থাকে[১২]।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট মতে, যে সমস্ত শিশুদের বয়স ১৪ বছর পর্যন্ত, সেই ক্ষেত্রে এক লক্ষ জন সংখ্যার মধ্যে ২০.১ শতাংশ শিশু এই ধরণের অপরাধের শিকার। ২০১৫ সালে শিশুদের ক্ষেত্রে সংঘঠিত অপরাধের মামলা দায়ের হয় ১০,৮৫৪টি। কিন্তু ২০১৪ সালে এই পরিসংখ্যান ছিল ১৩,৭৬৬, ২০১৪ সালের থেকে ২০১৫ সালের এই পরিসংখ্যান কম হলেও, পকসো আইনের ক্ষেত্রে শিশুদের উপর যৌনগত অত্যাচার, হেনস্থার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে[১৩]।

ভারতবর্ষে শিশুদের উপর অত্যাচারের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের নানা প্রান্তে এই ধরণের অপরাধ কোথাও বেশি কোথাও কম পরিমাণে সংঘঠিত হয়ে থাকে। নিম্নে ২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল অবধি শিশুদের উপর অত্যাচারের পরিসংখ্যান দেওয়া হল। এই পরিসংখ্যান (ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ সহ অন্যান্য অপরাধের উপর সংঘঠিত)। ২০০৫ সালে শিশুদের উপর অত্যাচারের ঘটনার পরিমাণ ১৪৯৭৫টি, ২০০৬ সালে ১৮৯৬৭টি, ২০০৭ সালে ২০,৪১০টির মতো ঘটনা, ২০০৮ সালে ২২,৫০০টি, ২০০৯ সালে তা বৃদ্ধি পায় ২৪,২১০টি। ২০১০ সালে ২৬,২৯৪, ২০১১ সালে ৩৩,০৯৮ টি, ২০১২ সালে তা বৃদ্ধি পায় ৩৮,১৭২টি, ২০১৩ সালে আরেকটু বৃদ্ধি পায় ৫৮,২২৪টি, ২০১৪ সালে তা আরও মাত্রায় বেড়ে দাঁড়ায় ৮৯,৪২৩টি এবং ২০১৫ সালে এই ঘটনার পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৯৪,১৭২টির মত ঘটনা[১৪]।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান দেখে সহজেই প্রতীয়মান হয়ে যে, ভারতবর্ষে শিশুকেন্দ্রিক অত্যাচার দিন দিন উত্তরোউত্তর বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেও শিশুকেন্দ্রিক অত্যাচারের পরিসংখ্যান যথেষ্ট লক্ষ্যনীয়। নিম্নে সেই বিষয়ক পরিসংখ্যান দেওয়া হল-

> ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেও শিশুদের উপর নানারকম অপরাধ সংঘঠিত হয়ে থাকে। এই অপরাধগুলি (হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ সহ অন্যান্য অপরাধ কর্তৃক সংঘঠিত)। ২০০৮ সালে এই অপরাধের পরিসংখ্যান ছিল- ৫১৩টি ২০০৯ সালে তা ৪৮৪, ২০১০ সালে ৮৮০টি, ২০১১ সালে ১৪৫০, ২০১২ সালে ১৭০৩, ২০১৩ সালে ২৫৩০ টির মতো ঘটনা। ২০১৪ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯০৯টি। ২০১৫ সালে ঘটে ৪৯৬৩ টির মতো ঘটনা[১৫]।

অতএব বলা যেতে পারে যে, নারী নির্যাতনের পাশাপাশি শিশু নির্যাতনের মতো ঘটনাও একটি সামাজিক এবং গুরুতর সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'ক্রাই' হল একটি বেসরকারি সংস্থা। এটি শিশু যৌন নিগ্রহ, যৌন হেনস্থা, অত্যাচারের ক্ষেত্রে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষা মারফৎ জানা যায় যে, ভারতে প্রতি ১৫ মিনিটে কোন না কোন শিশু যৌন নিগ্রহ, হেনস্থার মতো অপরাধের শিকার হয়ে থাকে। যার পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধিমান। অতীতে এই ধরণের বিষয় খুব একটা প্রকাশ্য না আসলেও বর্তমানে তা বহুল মাত্রায় আলোচিত। শুধু আলোচিতই নয়, বরং বলা যেতে পারে যে এর মাত্রা কয়েকগুণ ভাবে বেড়ে গেছে। বলা যায় যে বিগত দশ বছরে এই অপরাধের পরিমাণ

৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের ক্ষেত্রে ঘটে ৫০ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে এর পরিমাণ আরোও বেশি ভাবে ঘটে থাকে। পকসো আইনের অধীনের ২০১৬ সাল অনুযায়ী শিশুদের উপর অত্যাচারের যে সমস্ত অপরাধ দায়ের হয়েছে তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ হল যৌন নিগ্রহের মত ঘটনার পরিসংখ্যান। ২০০৬ সালে যেখানে শিশুদের উপর অত্যাচারের পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৬৯৭। দশ বছর পর তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯৫৮ র মতো ঘটনা[১৬]।

পকসো ২০১২ আইনের অধীনে ১৮ বছর বয়সের নিচে যে সমস্ত শিশুরা যৌন হেনস্থার শিকার হয়ে থাকে, তারাই এই আইনের বিচারাধীন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এমন অনেক শিশুরাও যৌন হেনস্থার, ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকেন, যাদের শারীরিক বয়স কম হলেও মানসিক দিক থেকে তারা বেশ পরিণত। স্বভাবতই এমন পরিস্থিতির প্রশ্ন থেকে যায় যে, এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তা পকসো আইনের বিচারাধীন হবে কিনা। এই বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের (Supreme Court) প্রধান বিচারপতির একটি বিখ্যাত রায় দান বেশ উল্লেখযোগ্য।

দেশের প্রধান বিচারপতির শ্রী দীপক মিশ্র ২০১৭ সালে একটি মামলায় রায় দান করেন যে, পকসো আইনের আওতাভুক্ত কোন শিশুর বয়স ১৮ বছরের নিচে হলে এবং সে এই অপরাধের শিকার হলে তা এই আইনের বিচারাধীন হবে। এখানে মানসিক বয়সকে বিবেচ্য হিসেবে ধরা হবে না[১৭]।

ভারতবর্ষে শিশু ধর্ষণের, নিগ্রহের মতো ঘটনা প্রায় বহুলমাত্রাই পরিলক্ষিত হয়। উন্নাত্তয়ে এবং কাটোয়ার মত এলাকায় শিশু নিগ্রহের ঘটনা প্রায় সমগ্র দেশকেই স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। বিভিন্ন গণমাধ্যম, উৎসের দ্বারা আমরা এই ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পারি। এইরকম নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটার পর সরকার পকসো আইনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে। পকসো আইন (২০১২) শিশু নিগ্রহের, অত্যাচারের ক্ষেত্রে এবং শাস্তিবিধানের বিষয়ে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তবে শিশু নিগ্রহের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে নতুন অধ্যাদেশের বিষয়ে গুরুত্ব দেন। এই নতুন অধ্যাদেশে শিশু নিগ্রহের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফ্রাষ্ট ট্রাক আদালত গঠনের কথা বলা হয়। এছাড়াও ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে নানারকম বিধি ব্যবস্থার কথা বলা হয়। যেমন- শিশু ধর্ষণের কোনো মামলা দায়ের হলে তা ছয় মাসের মধ্যে করতে হবে। অপরাধীকে শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রেও নানারকম পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। যেমন- প্রথমে নারী ধর্ষণের ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি ছিল ৭ বছর। কিন্তু নতুন অধ্যাদেশে তা ১০ বছর করা হয়। তবে যদি নারীর বয়স ১২ বছরের নিচে হয়, তাহলে অপরাধীর শাস্তিরবিধান ২০ বছরের জেল এবং পরে তা মৃত্যুদন্ড হিসেবে দন্ডিত হতে পারে। ধর্ষণের পাশাপাশি কোন নারীর গণধর্ষণের ক্ষেত্রেও শাস্তিবিধান হিসেবে বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। যেমন- ১২ বছরের নিচে কোন নারী গণধর্ষিতা হলে সেই ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হিসেবে যাবৎজীবন জেল অথবা মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। ১৬ বছরের নিচে কোন নারী গণধর্ষিতা হলে সেই ক্ষেত্রে অপরাধীর কোন জামিনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এতক্ষণ যে সমস্ত শাস্তিবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা এখনও বিবেচনাধীন। কারণ এই নতুন অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষেত্রে দেশের রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর এবং সম্মতি বাঞ্চনীয়[১৮]।

এতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রতিবেদনে পকসো আইন, প্রয়োগ, শাস্তিবিধান প্রভৃতি সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা মারফৎ দেখা যায় যে, দেশের একদিকে যেমন শিশু যৌন নিগ্রহের, হেনস্থার মত ঘটনা আত্মপ্রকাশ করেছে, ঠিক তেমনই সরকার এই অপরাধকে দমনের জন্য নানারকম

বিধিব্যবস্থা, আইনকানুন প্রবর্তন করতেও যথেষ্ট ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তবে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও এই অপরাধটিকে এখনো পুরোপুরি ভাবে নির্মূল করা যায়নি। কারণ- এই আইন অনুযায়ী ধর্ষিতা বা নির্যাতিত শিশুটির নিজ বয়ানকেই পুলিশ রেকর্ড করবে। কিন্তু একটি শিশু ধর্ষিত হবার পর সে শুধু শারীরিক ভাবেই নয়, মানসিক ভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অতএব তার পক্ষে সেই ঘটনার সম্বন্ধে বলা বা পুনরাবৃত্তি করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যার ফলে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায় না।

আবার কোন শিশু এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেডিক্যাল পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। মেডিক্যাল রিপোর্ট না পাওয়া অবধি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যেটি অনেক ক্ষেত্রেই মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ এরকম ভয়ানক পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা হবার পর সেই শিশুরা নিজেদের পরিবারের কাছেই তার উপর চলা ঘটনার কথা বলতে ভীতিপ্রত হয়ে পড়ে।

একটি শিশুকে শুধুমাত্র যৌন নিগ্রহই করা হচ্ছে তা নয়। অনেক সময়ই দেখা যায়, যৌন নিগ্রহের পর তাকেও হত্যা করা হচ্ছে, কখনো জঙ্গলে, পার্কে, জলাশয়ে, পুকুর- পাড়ে তাকে হত্যা করে ফেলা দেওয়া হচ্ছে। এরকম ঘটনা সংবাদপত্র, গণমাধ্যম, দূরদর্শন, ইন্টারনেটে প্রায়শই শিরোনামে উঠে আসে। অতএব এই অপরাধকে দমন করার জন্য কঠোর আইন প্রবর্তনের দরকার আছে। তা না হলে এই ধরণের অপরাধ অবিরাম ভাবে চলতে থাকবে।

তথ্যসূত্রঃ

১) Patel Tulsi, Risky Lives Indian Girls Caught Between Individual and Public Good, (Editor), T.V Sekhler and Nelambar Hatti, Un-wanted Daughter Gender Discrimination in Modern India, Rawat Publication, Jaipur, 2010, P- 16.

২) বন্দোপাধ্যায় সন্দীপ, গণিকাপল্লিতে মেয়ে চালান, (কথামুখ ও সম্পাদনা) জয়িতা বাগচী, শিশুকন্যা কথা ও কাহিনী, দেজ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেনজ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ৯ই মে, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৭।

৩) Walikhanna Charu, Law on Violence against women, Serials Publication, New Delhi, 2009, P- 122.

৪) Law of the Sexual Harrassment offence, Edited- Editorial Board, Kolkata, 2017, P-19.

৫) Ibid, P.P- 20-21.

৬) Ibid, P.P- 21-22.

৭) Ibid, P- 23.

৮) Ibid, P.P- 23-24.

৯) Ibid, P- 25.

১০) Ibid, P.P- 25-26.

১১) The Protection of Children from Sexual offences Act, 2012, in pdf cited in, www.nja.nic.in/ concluded – Programmes/ 2016-17/ P-1015-PPTS/ 1.The% 20 Protection % 200f % 20 children % 20 from % 20 sexual % 20 offences % 20 Act % 2012, pdf- P-14, Acess Date- 28.08.2018, Time- 6.47 P.M.

১২) Handbook on Protection of Children from Sexual offences Act, 2012, in pdf. https://www.haqcre.org/issue-based-Publication/ child- sexual–abuse/ user- handbook-Protection-Children-Sexual offenec – Act -2012/pdf, P-6, Acess Date- 28.07.2018, Time- 7.12 P.M.

১৩) Ibid, P- 7.

১৪) www.ncrd.gov.in (2005-2015)

১৫) www.ncrd.gov.in (2008-2015)

১৬) প্রতি ৫ মিনিটে শিশু নিগ্রহ দেশে, আনন্দবাজার পত্রিকা, শুক্রবার, ২০ এপ্রিল, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৯।

১৭) Supreme Court verdict on Pocso cases about age related, cited in https://www-newindianexpress.com/nation/2017/July/21/age- of - victim- under- Pocso- Physical-not- mental- Supreme- Court- 1631843 – html, Acess Date- 09.02.2018, Time- 2.20 P.M.

১৮) শিশু ধর্ষণে ফাঁসির সাজা, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ২২ শে এপ্রিল, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৯।